১৫

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 16 SEP 1993
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বেতন বৈষম্য

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন-এর এক নির্দেশ অনুসারে ১৯৯২ ও '৯৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল কর্মচারী দীর্ঘদিন যাবৎ কোন প্রমোশন পাইতেছিলেন না তাহাদের মধ্য হইতে এক-তৃতীয়াংশকে ইন্টার-ভিউ-এর মাধ্যমে অফিসার পদে পদোন্নতি প্রদান করা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী এক-তৃতীয়াংশের বেশী কোটা না থাকায় অথবা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে স্থান না থাকায় বাকী দুই-তৃতীয়াংশ সিনিয়র কর্মচারী প্রমোশন হইতে বঞ্চিত হয় এবং জুনিয়র অফিসারদের চাইতে বেতন স্কেলের কমপক্ষে দুইটি ধাপ পিছনে পড়িয়া যায়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীরাও বিভিন্নভাবে বঞ্চিত হইতেছে কারণ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক তাহাদের দ্বিতীয় পর্যায়ে পদোন্নতির কোন নির্দেশ নাই।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহারা ইদানীং অফিসার পদপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদের যোগদানের তারিখ এমনিতেই অগ্রগামী করিয়া ১/৭/৯০ হইতে কার্যকর করা হইয়াছে এবং তাহারা তাহাদের যোগদানের তারিখ আরও অগ্রগামী করিয়া ২৭/১/৯০ তারিখে পিছানোর চেষ্টা করিতেছেন। এই চেষ্টা সফল হইলে তাঁহারা ১৯৯৪ সনেই পরবর্তী বেতনের ধাপে আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্ত হইবেন। অন্যদিকে যাহারা যুগ যুগ ধরিয়া কাজ করিয়া আসিতেছেন এবং সিনিয়র হওয়া সত্ত্বেও কোটার কারণে পদোন্নতি পান নাই তাহারা সর্বদিক হইতে বঞ্চিত হইয়া চরম হতাশায় ভুগিতেছেন।

এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন এই যে, অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ বা ৬৬% কর্মচারীর পদোন্নতির জন্য পদ সৃষ্টি বা কোটা বহির্ভূত কিছু করার না থাকিলে অন্তত যেন একটি নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে তাহারা স্কেলের পরবর্তী বেতন পাইতে পারেন সে ব্যাপারে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হউক।

—মকবুল আহমেদ, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।